প্রথম আলো

তারিখ 27 JAN 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

গোপালগঞ্জ সদরের জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের হাউজিং প্রকল্প এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার একাদশ জাতীয় রোভার মুট উদ্বোধনের পর ক্যাম্প পরিদর্শন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
● ছবি : ফোকাস বাংলা

রোভার মুট উদ্বোধনীতে প্রধানমন্ত্রী

সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে

বাসস ●

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য তাঁর সরকার সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অন্তত দুটি করে কাব স্কাউট দল, দুটি স্কাউট দল ও দুটি রোভার স্কাউট দল চালু করতে হবে।

গোপালগঞ্জের মানিকদহ আবাসিক এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ১১তম জাতীয় রোভার মুটের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। 'শান্তিময় জীবন, উন্নত দেশ' শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে শুরু হওয়া সপ্তাহব্যাপী এই রোভার মুটে সার্ক এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত স্কাউটসহ প্রায় ১০ হাজার স্কাউট অংশ নিচ্ছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে বাংলাদেশ স্কাউটসকে সার্বিক সহায়তাদানে আমাদের সরকার আরও কার্যকর ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে সমন্বিতভাবে বাংলাদেশ স্কাউটকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি।' এ সময় তিনি স্কাউটিংয়ের গুণগত মান অক্ষুণ্ন রেখে এর সংখ্যা আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে রোভার মুটে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান।

স্কাউটিংয়ে মেয়েদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্কাউটিং কার্যক্রমে মেয়েদের অংশগ্রহণ আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেয়েদের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ও সহশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত গার্ল-ইন-স্কাউটিং ইউনিট চালু করতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, অগ্নিকাণ্ড ও শীতার্ত মানুষের সেবায় স্কাউটদের কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমি জেনে আনন্দিত যে বাংলাদেশ স্কাউটস দুর্যোগে সেবাদানের লক্ষ্যে স্কাউটসদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করেছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অধিক হারে বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যে স্কাউটদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করার অনুরোধ করছি।'

বাংলাদেশে স্কাউট আন্দোলনকে জোরদার করতে তাঁর সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার ইতিমধ্যে 'বাংলাদেশ স্কাউটিং সম্প্রসারণ ও স্কাউট শতাব্দী ভবন নির্মাণ' শীর্ষক ১২২ কোটি ১০ লাখ টাকার একটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। মৌচাক জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের স্থান সংকুলান সমস্যা নিরসনে ৯৫ একর বনভূমি স্কাউটদের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ক্যাম্প সাইট স্থাপনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, পঞ্চগড়, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও মানিকগঞ্জে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১০-১৬ পর্যন্ত সদ্য সমাপ্ত কাবিং সম্প্রসারণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্পের জন্য ১১ কোটি ৯৭ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১১ হাজার নতুন কাব স্কাউট দল গঠন করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানস্থলে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি-বিষয়ক সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ এবং বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার মোজাম্মেল হক খান অনুষ্ঠানস্থলে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। বাংলাদেশ স্কাউটসের পক্ষ থেকে কুচকাওয়াজের মাধ্যমে তাঁকে অভিবাদন জানানো হয়। স্কাউটদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ ডিসপ্লেও উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী। জাতীয় রোভার মুট উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন এবং স্কাউটদের তাঁবুগুলো পরিদর্শন করেন।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী দুই দিনের সফরে গতকাল সকালে গোপালগঞ্জে পৌঁছান। পরে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল গোপালগঞ্জ শহরে বঙ্গবন্ধুর পৈতৃক বাড়িও পরিদর্শন করেন। বর্তমানে এটি জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়। সেখানে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি চৌধুরী এমদাদুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম খান। পৈতৃক বাড়িতে রাতযাপন করে আজ শুক্রবার বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর ঢাকায় ফেরার কথা রয়েছে।